নষ্ট ছেলে

চরিত্র

এরতাজুল করিম
জাহাংগীর
এম্রাণ
আমিন
খোকা
বুবি
পুলিশ কয়েকজন
মা
আপা

প্রথম দৃশ্য

কাল : ১৯৫০ ইং

স্থান : রাজধানী

দৃশ্য : (বেশি পাকা কম কাঁচা বড় এলোমেলো চুল। লম্বা সাধারণ শরীর। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এম্রাণ, আমিনের চাচা, বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় মোটা একটা বইয়ের খোলা পাতায় ডুবে আছেন। কোমর অবধি একটা পুরু শালে ঢাকা বয়েছে। মেঝের ওপর উপুড় হয়ে বসে ইংরেজি খবরের কাগজের ছবি দেখছে হাফপ্যান্ট পরা আমিন, বয়স বার/তের। রোগা ঢ্যাংগা। চোখে চশমা। বয়সের তুলনায় ওর চোখ মুখের রেখা পেশি অদ্ভুত রকম অচঞ্চল স্থির গাঢ়)

আমিন : চাচা!

এম্রাণ : উঁ।

আমিন : মা'র জন্য আমাব কষ্ট হচ্ছে চাচা।

এম্রাণ : হুঁ।

আমিন : আচ্ছা চাচা, মাকে বলে বুঝিয়ে কিছুতেই থামানো যায় না ?

এম্রাণ : না।

আমিন : মা সেই সকাল থেকে কেবল কাঁদছে কাঁদছে! ঈদের চাঁদ দেখে সন্ধেবেলা মা যখন মোনাজাত করছিল, আমি দেখেছি, মা'র চোখের পানি কনুই পর্যন্ত গড়িয়ে নামছে। কাঁদছে আর কেবল আল্লাহকে ডাকছে!

এম্রাণ : (একটু বিরক্ত) আল্লাকে ডাকবে না তো কাকে ডাকবে ? কাউকে ডাকতে হবে তো! আল্লাকে ডাকে বেশ করে! পুলিশ সাহেবকে ডাকলে তিনি কি তোমার বুনো আপাকে তোমার মায়ের কোলে তুলে দিয়ে যাবেন।

তারা তো খবরের কাগজে ইস্তাহার দিয়েছে, তোমার আপার ফাপানো কালো চুলের ঝুঁটি ধরে যে ওকে কয়েদখানার দুয়োরে পৌঁছে দেবে তার এনাম মিলবে দু হাজার টাকা। তোমার মা'র বন্দুক আছে, যে আল্লাকে ডাকবে না ?

আমিন : মা'র কান্না দেখলে যে আমারও কান্না পায়।

এম্রাণ : কাঁদতে তোমাকে বারণ করেছে কে ?

আমিন : আপা। বলেছে, কাঁদলে মানুষ বোকা হয়ে যায়। না বুঝলেই কান্না পায়। বুঝলে চোখের পানি না কি শুকিয়ে যায়। চোখের ভেতর আগুন জ্বলে ওঠে, দাউ দাউ করে।

এম্রাণ : আপার কথা দেখছি সব একেবারে হেফ্জ করে মুখস্থ করে রেখেছ। তা

আমাকে কেন, মাকে শোনাতে পার না এগুলো, থামাতে পার না মা'র কান্না!

আমিন : মা বোঝে না, বুঝতে চায় না।

এম্রাণ : হুঁ। কেউ কিচ্ছু বোঝে না। শুধু বোঝ তোমরা আর তোমাদের আপা' এই রাত শেষ হলে কাল সকালে ঈদ। তোমার আপা তোমার মায়ের বড় মেয়ে, প্রথম সন্তান। পুলিশের তাড়া খেয়ে হয়তো কোনো জোলো জংলা ডোবার পাশে বসে শীতে কাঁপছে, মাথায় তেল পড়েনি তিন দিন, হাত খালি, হয়তো দুপুরের খাওয়াই হয়নি, হয়তো এতক্ষণে ধরা পড়ে মার খাচ্ছে, কত কিছুই হতে পারে। ঈদের দিনেও তোমার মা সে মেয়ের মুখ দেখতে পাবে না—

আমিন : পাবে না যে তার কি মানে আছে? আগে থেকে কাঁদবে কেন?

এম্রাণ : কী বললি?

আমিন : কিছু না।

এম্রাণ : হুঁ। শয়তান কোথাকার! কোথ্থেকে, মানে কখন আসবে—তুই কী করে—থাক থাক। দরকার নেই এসব কথা শুনে। আহাম্মক কোথাকার, ট্যাঁডড়া পিটিয়ে এগুলো আবার রাজ্য-সুদ্ধ লোক ডেকে শোনানো হচ্ছে। কে শুনতে চাইছে এগুলো তোর কাছে? চলে যা, চলে যা এখান থেকে।

আমিন : আচ্ছা!

এম্রাণ : আর শোন, যদি অনেক রাতে আসে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিস। একটু দেখব। থাক থাক দরকার নেই। তুলতে হবে না আমাকে। ঘুম কি ছাই আসবে?

(জাহাংগীরের প্রবেশ। স্বাস্থ্যবান বেঁটে যুবক। পরনে কাবুলি পায়জামা, গরম শেরওয়ানী। মাথায় পশমের টুপি।)

জাহাং : আস্‌সালামো আলাইকুম, খালুজান কোথায়?

এম্রাণ : আরে জাহাংগীর যে! গত সাত আট দিন একেবারে দেখাই নেই, ছিলে কোথায়?

জাহাং : একটা জরুরি কাজে কয়েকদিনের জন্য গ্রামে গিয়েছিলাম।

এম্রাণ : কেন ওয়াজ করতে না কি? দেখো তোমাদের কিন্তু আমি বড় ভয় করি। মোল্লারা দেশসুদ্ধ চ্যাঁচামেচি করেও আজকাল আর আমাদের বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। সব্বাই ওদের আলখাল্লা আল্লা করে ভেতরের ন্যাংটা চেহারাটা দেখে নিয়েছে। কিন্তু তোমাদের এই নতুন আক্রমণ, বি এ; এম.এ শানানো নতুন কলাকৌশল, দেশটাকে ঘায়েল না করে ছাড়বে না।

জাহাং : ছেলেপুলের সামনে আপনি এগুলো কী বলছেন?

এম্রাণ : কাকে ছেলেমানুষ বলছ? আমাকে না নিজেকে? আমিনকে ছেলেমানুষ বলো না। ওর বয়স কত জান? আমার বাহান্ন বৎসর এটা ওর, তোমার

আটাশ সেটাও ওর, নতুন পৃথিবীর কয়েক হাজার বছরের অতীত তাও ওর, সেই সঙ্গে ওর নিজের বার বছর। সব যোগ করে তবে ওর বয়স! ছেলে মানুষ কি আর এ দুনিয়াতে আছে ? সব বুড়ো, বুড়ো হয়ে গেছে। ছোটবেলায় আমরা শেখানো বুলি গলা ফাটিয়ে কেরাত করে পড়তাম। এরা আজকাল সব এত লায়েক হয়ে গেছে যে শব্দ করতে লজ্জা পায়। মনে মনে পড়ে, মনে মনে ভাবে, মনে মনে বোঝে। সব্বাইকে সব কথা বলে না। চুপিচুপি নিজের পৃথিবী তৈরি করে তাতে নিঃশব্দে ঘোরা ফেরা করে। বড় সাংঘাতিক এরা।

(এরতাজুল করিম সাহেব, আমিনের বাবা, প্রবেশ করেন। বয়স পঞ্চাশের ওপর। শক্ত শীর্ণ শরীর। দাড়ি ও গোঁফ পরিচ্ছন্ন করে ছাঁটা। পরনে পাঞ্জাবি ও পায়জামা। গায়ে শাল। হাতে একটা প্যাকেট, টেবিলের ওপব রাখেন)

এরতাজ : ওপর থেকে দেখলাম বাইরে কতগুলো খাকি পোশাকপরা লোক ঘোরাফেরা করছে। ওরা কারা জাহাংগীর ? তোমার পেছন পেছন এল মনে হলো।

জাহাং : ঠিক আমার সঙ্গে আসেনি। তবে গোঁড়াতে ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। গোয়েন্দা-পুলিশেব লোক। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

এম্রাণ : গুপ্তাপুলিশ ?

জাহাং : রাশেদার কোনো ব্যাপারে হয়তো ?

এরতাজ : সে খোঁজে আমার কাছে কেন ?

জাহাং : আপনি তাব বাবা।

এরতাজ : ছিলাম। এখন নেই। আল্লা রসুলের রাহে নয়, বাপ-মায়ের কল্যাণের জন্য নয়, যে মেয়ে কতগুলো বে-শরিয়তী স্বদেশী বুলির মোহে বেহায়া বে-আব্রু হয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়ায়—এরতাজুল করিম তেমন মেয়েকে কন্যা বলে স্বীকার করে না।

জাহাং : ওরা এ বাড়িখানা তল্লাশ করতে চায়। ওরা সন্দেহ কবছে এই মুহূর্তে হয়তো এই বাড়িরই কোনো আনাচে-কানাচে ও লুকিয়ে আছে।

(স্তব্ধতা)

এরতাজ : ওদের আসতে বলে দাও গে।

এম্রাণ : হুকুমপত্রটা একবার দেখবে না ?

এরতাজ : দরকার নেই। আমিন তুই গিয়ে ওদের আসতে বল্। আর অমনি তোর মাকে বলিস বোরখাটা নিয়ে এ-ঘরে চলে আসে যেন।

(আমিন বেরিয়ে যায়)

আমার সারা জীবনের গড়া স্বপ্ন, চৌদ্দ পুরুষের রক্তে তাজা খান্দান—সব এ বাড়ির প্রতি ইটের সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে। পুলিশ লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে

গুঁতিয়ে আজ সেগুলো ঘাটবে। এত বড় বেইজ্জতির আগে আমার মৃত্যু হয়নি কেন ? বিষ জহর খেয়ে মরে যেতে পারল না মেয়েটা!

এম্রাণ : আবোল-তাবোল বোকো না। চালের গুদাম থেকে রোজ তোমার আজকাল যা আয় হচ্ছে তাতে খান্দানের সোনার পাহাড় গড়ে উঠতে আর বেশি দেরি নেই। পুলিশের থানাতল্লাশী হাজার বার ঘুরে ফিরে গেলেও ওব চূড়া ছুঁতে পারবে না। তার জন্য ভয় পেয়ো না।

জাহাং : রাশেদা কি সত্যি বাড়ির মধ্যে রয়েছে নাকি ?

(মা'র প্রবেশ, বোরখা পরা, মুখ খোলা। বয়স, তার চেয়ে বেশি চিন্তাব রেখায় রেখায় ক্ষতবিক্ষত বিক্ষুব্ধ মুখাবয়ব)

মা : কোথায় ? রাশি এসেছে ? কোথায় ?

আমিন : চুপ কর মা, চুপ কর! আপা এ তল্লাটেও নেই! চিৎকার করে বিপদ ডেকে এনো না!

এরতাজ : কী করবে সে মেয়েকে দিয়ে ? আমার টাকা চুরি করে তুমি তাকে পাঠাও সে আমি জানি। আমাকে লুকিয়ে তুমি আজ রাতেও যে খাবার তৈরি করে ওর কাছে পাঠাতে চেষ্টা করবে, সে তোমার চলাফেরা চাহনি দেখে আমার বুঝতে বাকি নেই।

এম্রাণ : আস্তে! আস্তে কথা বল! দস্যুগুলো সব যে এখন বাড়ির ভেতবে ঘোরাফেরা করছে।

এরতাজ : আমি ফিস ফিস করে কথা বললেও আগামীকাল খবরের কাগজে খবর বন্ধ হয়ে থাকবে না,। আমার বাড়িতে পুলিশ। আর এখনো রাশেদাব মা—

মা : আমি মা!

এরতাজ : কিন্তু, কিন্তু সে কি আজ মা বলে তোমাব গলা জড়িয়ে তোমাকে চুমু খায় ? না, আর কোনোদিন সে তোমাকে আদর করবে ? পনের বছর আগে কবে একটু আধআধ বুলিতে মা বলে ডেকে তোমার মুখ খামচে ধবেছিল সেই স্মৃতিতে এখনো অন্ধ হয়ে আছ, কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাচ্ছ!

মা : আমি মা !

এরতাজ : ভুলে যাচ্ছ যে রাশেদা তোমার বড় মেয়ে হলেও আমিন তোমার বড় ছেলে। তুমি ওকেও লেলিয়ে দিচ্ছ বড়বোনের জাহান্নামের পথে!

জাহাং : আমিনের এত গুণ তা তো জানতাম না।

এম্রাণ : এরতাজ! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার! চুপ করে থাকতে পারছ না ?

এরতাজ : পাগল হইনি এখনো কিন্তু পাগল হয়ে যাব আমি! হীরের টুকরো ছেলে আমার আমিন। মার খেয়েছে তবু কোনো দিন মিথ্যে কথা বলেনি। অন্ধকারকে কোনো দিন ভালোবাসেনি। এক রত্তি শিশু তবুও বিশ্বাসের মর্যাদা দান করতে জানে ঋষির মতো। গুদামের টাকা যে রাতে আমাব

সিন্দুকে তুলে রাখতে ভয় পেয়েছি সে রাতে ওর কাছে টাকা রেখে আমি নিশ্চিত মনে ঘুমুতে যেতাম। জানতাম ভুলেও চোর ডাকাত ওর ঘরে ঢুকবে না, ঢুকলেও ওর কাছ থেকে টাকা নেওয়া সোজা ব্যাপার হবে না।

(আমিনের প্রবেশ। মুখচোখ চঞ্চল)

মা : কী হয়েছে ? কী করছে ওরা ? খোকা বুবি কোথায় ?

আমিন : সব ঘর ওলটপালট করে দেখছে ওরা। খোকা বুবি ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। আমি কাঁদতে বারণ করেছি ওদের।

এম্রাণ : ভালো করেছ।

(মা নিচু গলায় আমিনকে কী যেন বলে।)

এরতাজ : আবার নতুন কী শেখাচ্ছ ওকে ? মায়ে ঝিয়ে মিলে ছেলেটাকে একেবারে চোর ডাকাত না বানিয়ে এখনই কবর খুঁড়ে পুঁতে ফেল না কেন ? আমার আড়ালে অন্ধকারে সুড়ংপথে চলতে ফিরতে শিখেছে। দু দিন পরে মিছে কথা বলতে আটকাবে না। ধোঁকা দেবে, ফাঁকি দেবে, চুরি করবে— যেমনটি ঠিক চাইছ সবই হবে। কী নতুন পরামর্শ দিচ্ছিলে ?

মা : ক্ষিদে লাগলে রান্নাঘরে গিয়ে যেন খেয়ে নেয়।

(আমিন মা'র মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বাবা এবং চাচাও।)

(হঠাৎ বাড়ির অন্যপ্রান্ত থেকে একটা কোলাহল। 'ধর ধব' চিৎকার করতে করতে দুটো লোক ছুটে আসছে। আমিনের মুখ বেদনায় কুঞ্চিত। খোকা, আমিনের ছোট ভাই, ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকেই মাকে জড়িয়ে ধরে। মা মুখের পর্দা টেনে দেয়। পুলিশের পোশাকে একজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করে।)

পুলিশ : এদিকে এসো। হাতে কী তোমার ? কী নিয়ে পালাচ্ছিলে ? দেখি। এসো বলছি এদিকে।

এরতাজ : চমৎকার! বড় বোন দুশ্চরিত্রা! ছোটটা চোর! মা বলে তোমার গর্ব হচ্ছে না ওদের জন্য ? আব কাঁদবে না ওদের জন্য ? (গর্জন করে) খোকা! বেরিয়ে আয় এদিকে!

(বুবিও ঘরে ঢুকেছে। ছ-সাত বছর। ফর্সা মোটা আদুরে মিষ্টি মুখ। ঝাকড়া কোঁকড়ানো চুল। কপালের ওপর পেঁচিয়ে পড়ে থাকে। একটা চোখ প্রায় তার আড়ালে লুকানো থাকে। কাজলকালো বড় বড় টলটলে চোখে সব দেখছে। একহাতে মায়ের বোরখাব প্রান্ত মুঠ করে ধরে রাখে।)

পুলিশ : (আমিনকে দেখিয়ে) ঐ খোকাবাবুর বালিশের নিচ থেকে কী যেন নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

এরতাজ : হাত দেখি তোমার। দু হাত দেখাও।

(খোকা মুঠ খুলে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। হাত খালি।)

পুলিশ : কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে নিশ্চয়ই।

এরতাজ : ইনস্পেক্টর সাহেব কোথায় ?

পুলিশ : সব তল্লাশী হয়ে গেছে। কিছু নেই হুজুর। উনি বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

এরতাজ : (পুলিশের হাত থেকে বেতের ছড়িটা তুলে নিয়ে) এদিকে এসো খোকা! আমার বাড়ির ওপর শয়তানের আছর পড়েছে। দুধের ছেলেও রেহাই পায় নি। দেখি চাবুকে শায়েস্তা হয় কি না। বাইরের ঘরে চল। ইনস্পেক্টর সাহেবের সামনেই তোমাব বিচার হবে। জাহাঙ্গীর তুমি তোমার খালাম্মাকে ওপরে নিয়ে যাও।

(জাহাঙ্গীর ও বুবি সহ আম্মার প্রস্থান। অন্যদিক দিয়ে এরতাজুল করীম সাহেব, খোকা ও পুলিশ অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।)

এম্রাণ : খোকা কী জিনিস চুরি করে পালাচ্ছিল ?

আমিন : খোকা চুরি করেনি।

এম্রাণ : ওর হাতে কী ছিল ?

(নেপথ্যে খোকার পিঠে চাবুক পড়তে শুরু করেছে। দম্‌কা দম্‌কা এক একটা চিৎকার কান্নায় ভারি হয়ে উঠে তীক্ষ্ণ রেখায় চাবদিকে গড়িয়ে পড়ছে। ঘরে স্তব্ধতা। প্রতি চিৎকারে আমিন আর তাব চাচা যেন শিটিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে।)

আহাম্মকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে কেবল! এত চিৎকারই যদি করবি তবে সত্য কথা বলে গায়ের চামড়া বাঁচাস না কেন ?

আমিন : তবু কি চামড়া বাঁচত ? ওর বাঁচলেও সকলের বাঁচত না। আর সেটা সত্য কথাও হতো না। কেউ না শিখিয়ে দিলে এত বড় মিথ্যা কথা খোকা কোনোদিন বলতে পারবে না।

এম্রাণ : চুপ কর। দর্শনতত্ত্ব শেখাসনে আমাকে। এইটুকুন ছোঁড়ার কাছ থেকে আমাকে শিখতে হবে, সত্য কী, কোন্‌টা বড় আর কোন্‌টা ছোট সত্য! মেলা বকেছিস, এখন থাম।

(উত্তেজিত ও ক্লান্ত বাবার প্রবেশ।)

এম্রাণ : কী চুরি করে পালাচ্ছিল ?

এরতাজ : আমিনের বালিশের নিচ থেকে পয়সা চুরি করে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে এতক্ষণ রা করেনি। ভালো শিক্ষা দিয়েছি। পিঠের এক আধ জায়গা হয়তো একটু কেটে গিয়ে থাকবে। কাটুক। একটু শিক্ষা হওয়া দরকার।

এম্রাণ : (আমিনকে) ডেটল দিয়ে মুছে পরে সারা গায়ে আয়োডেক্স মালিশ করে দিস।

এরতাজ : এই টাকার প্যাকেটটা তোমার কাছেই রেখো আজ রাত্রে। সিন্দুকের ডালাটা কেমন যেন জাম হয়ে আটকে গেছে। কিছুতেই খুলতে পারলাম

না। তা কাল দিনে দেখা যাবে।

(টাকার প্যাকেটটা আমিনকে দিয়ে বাবার প্রস্থান)

আমিন : আপনি বিশ্বাস করেন যে খোকা চুরি করেছিল ?

এম্রাণ : অন্যের শ্রম চুরি করলেই মুনাফা হয়। এটা হলো অর্থনীতির মূল কথা। আর তোমার বাবার ঐ থলিটার মধ্যে শুধু মুনাফার টাকা, একদিনের মুনাফা, হয়তো কয়েক হাজার ! এছাড়া অন্যান্য চুরির যে-সব রকমফের আছে তার কোন্‌টায় খোকা পড়ে বা পড়ে না তা তুমি সত্য কথা না বললে আমি বুঝতে পারব কী করে ?

আমিন : এগুলো হলো মোটা মোটা বইয়ের কথা চাচা, বড় হলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারব। আচ্ছা সত্য কথা না বললে সত্যি মানুষ ছোট হয়ে যায় ?

এম্রাণ : (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমিনকে দেখে) তোমার জন্য জবাব— না। শুতে যাও এবার। খোকার পিঠে ওষুধ লাগাতে হবে আবার।

আমিন : কাল সকালে উঠেই আমাব ঈদের উপহার চাই কিন্তু। আর যাই দেন খেলনা দেবেন না যেন!

(বলতে বলতে চলে যায়)

এম্রাণ : (প্রস্থানরত আমিনকে লক্ষ্য করে) এই ক্ষুদে মানুষগুলোর সত্যি বয়স কত ? মাত্র সাত পাঁচ বার ? না সাত পাঁচ বার হাজার হাজাব!

(বইটা বন্ধ করে ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দেন। টেবিল ল্যাম্পেব আলোব নিচে, বইপত্র গুছিযে নিয়ে, কাত হয়ে শুয়ে পড়েন।)

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আমিনের পড়ার ঘর। শোবার ঘবও। টেবিলে বই সাজানো। পাশে দুটো চৌকি। একটা আমিনের অন্যটা খোকার। খোকা টেবিলের ওপর বসে আছে, পিঠের কাপড় তোলা। আমিন তাতে আস্তে আস্তে আয়োডেক্‌স মাখাচ্ছে। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে কখনো কখনো বেদনায় মুখ কুঁচকে এক আধটা শব্দও কবছে। বুবি আয়োডেক্‌সের কৌটাটা খুলে ধরে আছে। কখনো কখনো আলগোছে খোকাব পিঠে আংগুল বুলিয়ে নিচ্ছে।)

বুবি : খুব লেগেছে খুকু ভাই, না ?

খোকা : একটু।

আমিন : কাগজের টুকরোটা লুকোলি কী করে ?

খোকা : মা'র হাতে দিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি বলে দেয়ার পরই আমি ঘুরতে ঘুরতে তোমার ঘরে ঢুকি। ওরা যখন তোমার বই ঘাটছিল আমি তখন তোমার

বালিশ উল্টে কাগজের টুকরোটা তুলেই বেরিয়ে পড়ি। কী কাগজ ছিল ওটা ?

আমিন : আপার চিঠি। আজ রাতে আপা একবার আসবে। পুলিশ হয়তো কিছু একটা গন্ধ পেয়েছে।

বুবি : আপা আসবে আজ ?

আমিন : আর কেউ জানে না! শুধু আমরা তিনজন। কাল যে ঈদ। আপাকে তো আর গুণ্ডাপুলিশ দিনের বেলায় আসতে দেবে না, আপা তাই রাতে আসবে আমাদের দেখতে।

বুবি : যদি গুণ্ডাপুলিশ কেউ দেখে ফেলে ?

আমিন : আমরা পাল্টা পাহারা দেব। হয়তো এতক্ষণে আপা টের পেয়ে গেছে যে গুণ্ডাপুলিশ আশেপাশে মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছে।

বুবি : আমিও পাহারা দেব।

খোকা : হ্যাঁ, তাহলেই হয়েছে। অন্ধকারে কিছু নড়তে দেখলেই চিৎকার করে কেঁদে পাড়া মাথায় তুলবে, খুব পাহারা দেয়া হবে তখন'

বুবি : আমি ভয় পাব ভাইয়া ? আমি পুলিশ দেখে ভয় পেয়েছিলাম' একবাব কেঁদেছিও তখন ? আমিও পাহারা দেব।

আমিন : বেশ। শোন্ খোকা। তুই চুপিচুপি গিয়ে ভেতর থেকে সদব দবজাটা খুলে রাখ, কোনো শব্দ হয় না যেন; তারপর চাচার ঘরে ঢুকে জানালার কাছে গিয়ে বসে থাক।

খোকা : যদি চাচা কিছু বলেন ?

আমিন : কোনো শব্দ করবি না। চাচা কিছু বলবেন না। পাশের গলিব মুখে গুণ্ডা পুলিশ কাউকে দেখলে ছুটে এসে আমাকে বলবি।

খোকা : (গায়ে গরম কাপড় চড়িয়ে লাফিয়ে টেবিল থেকে নামে। স্যালুট করে) যো হুকুম! উঃ! পিঠ কী রকম চড়চড় করছে এখনো!

(প্রস্থান)

আমিন : (বুবিকে) এই কম্বলটা ধর্। এই দরজা দিয়ে গিয়ে আমার পেছনের ঘরের জানালার ওপর কম্বল বিছিয়ে বসে থাক্। দরজার শেকল নামিয়ে রাখবি। ঠাণ্ডা লাগাসনে গায়ে। বেশি ভয় করলে আমাকে ডাকিস, আমি এখান থেকেই চারদিকে নজর রাখব।

বুবি : আমি জানালার শিক ধরে বসে থাকব। আমি জানি লোহা ধরে থাকলে ভূত-জীন কেউ কিচ্ছু করতে পারে না। দেখো আমি একটুও ভয় পাব না। (প্রস্থান)

আমিন : (একা, জানালার কাছে, আপন মনে) রাত তো কম হয়নি। এখনো এলো না ? এরপর রাস্তায় বেরুলে আরো বেশি সন্দেহ হবে লোকের। নাঃ, আমার ঘরের আলোটা একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ছে। আলোটা নিভিয়ে

দেয়াই ভালো।

(আলো নিভে যায়। একেবারে অন্ধকার। কিছু বিরতি। অন্ধকার ধীরে ধীরে একটু হালকা হবে একটা মৃদু আলোর আভায়। ছায়াছবির মতো দেখা যাবে আমিনের দেহ সীমারেখা, জানালার কাছে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিঃশব্দে ছুটে ঘরে ঢোকে খোকা।)

খোকা : আমি খোকা। উল্টো দিকের পানের দোকানের বন্ধ ডালাটা হঠাৎ খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ছায়ার মতো কী একটা যেন লাফিয়ে বেবিয়ে পড়ল। তারপর আর কিছুই দেখতে পেলাম না! অন্ধকার আর কুয়াশায় কিচ্ছু দেখা গেল না।

(দুজনেই জানালার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে! নিঃশব্দে প্রবেশ করে একটি ছায়ামূর্তি।)

ছায়ামূর্তি : আলোটা জ্বাল, ওকে শুইয়ে দিই।

খোকা : কে ?

(আমিন সুইচ টিপতেই ঘরময় আলো ছড়িয়ে পড়ে। দেখা গেল দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘাঙ্গি তন্বী, কালো সিলকের বোরখায় শরীব ঢাকা, মুখেব কাপড় ওঠানো, কোলে গভীর ঘুমে অচেতন বুবি।)

খোকা : আপা' আপা! আপা!

আপা : দুর্গেব দরজায় দেখি বাহাদুব পাহারাদার নিজেই ঘুমে অচেতন। কী আর করা, অগত্যা পাহারাদারকেই কোলে তুলে চুরি করে নিয়ে এলাম। বিছানাটা ঠিক করে দে, শুইয়ে দিই।

(দু'ভাই এগিয়ে যায়, বিছানা ঠিক করতে থাকে)

এই বিছানাটাও ঠিক করে দে। ঠাণ্ডায় হাত পা জমাট বেঁধে গেল। আমিও একটু লেপ মুড়ে না বসলে জমে ববফ হয়ে যাব।

(বিছানা কবা হলে আপা বুবিকে শুইয়ে দেয়। বোরখাটা খুলে পাশের টেবিলের ওপর রাখে। কাঁধের ঝোলাটাও। তারপর চৌকিতে উঠে লেপ টেনে নিয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসে গল্প শুরু করে। কথার ফাঁকে কোনো এক সময় খোকা আপার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়বে।)

খোকা : আজ সন্ধ্যার সময় পুলিশ এসেছিল।

আপা : জানি! আমি সব দেখেছি। খোকাকে মারছিল কে ? এত চিৎকার করে কাঁদছিল ও!

আমিন : বাবা।

আপা : কেন ?

আমিন : সত্য কথা বলেনি বলে। চুরি কবেছিল বলে।

আপা : খুব লেগেছিল তোর, না ?

খোকা : (আপার কোলে মাথা রেখে) একটু।

আপা : (আমিনকে) আমার ঝোলাটা দে তো। (হাতে নিয়ে) খোকা তোর জন্য ঈদের উপহার এনেছি একটা। এই বড় প্যাকেটটার মধ্যে আছে। ঘুম থেকে উঠে কাল দেখিস।

খোকা : উঁ।

(আপাকে জড়িয়ে ধরে চোখ বোজে)

আপা : আর এই লাল পুলোভারটা। বুবি উঠলে কাল সকালে পরিয়ে দিস।

আমিন : কাল সকাল অবধি তুমি থাকবে না ?

আপা : পাগল! এত গুণ্ডাপুলিশ দেখেও বাড়িতে ঢুকেছি। সে তো কেবল ওদের ঈদের উপহার দিয়ে যেতে। আর, আরেকটা জরুরি কাজও বটে।

আমিন : আমার জন্য কোনো উপহার আননি ?

আপা : না। তুই এত বড় হয়ে গেছিস যে তোর জন্য উপহার আর খুঁজেই পেলাম না। ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে হলো আমি যেন তোব চেয়ে ছোট। তুই আমায় একটা উপহার দিবি ? ঠাট্টা নয়। সত্যি বলছি, দিবি ? আমি তোর কাছে দাবি করছি, ভিক্ষা চাইছি, দিবি ? দিবি যা চাইব, দিবি ?

আমিন : এসব কী বকছ আপা ? আমি দিতে পাবি, আমার আছে, এমন জিনিস তুমি চাইলে আমি দেব না ?

আপা : আমার জন্য মিথ্যে কথা বলতে পারবি ?

আমিন : সেটা মিথ্যে কথা নয়।

আপা : আমার জন্য ফাঁকি দিতে গিয়ে অন্যের সামনে ছোট হয়ে যেতে পারবি ?

আমিন : সেটা ছোট হওয়া নয়।

আপা : আমাকে তাহলে তোর ঈদের সেরা উপহার দে। এই হাত পাতলাম, দে!

আমিন : এই হাত তুললাম বল কী চাই ?

আপা : আগামীকাল ঈদ, হাজার হাজার লাখ লাখ লোক কালও রোজা রাখবে কারণ তাদের ঘরে খাবার নেই। নামায পড়তে যেতে পারবে না, কারণ কাপড় নেই। ঘর থেকে বেরুতে পারবে না, ক্ষুধায়, লজ্জায়। তাদের জন্য লড়াই করবি তুই ?

আমিন : করব। কী চাও তুমি ?

আপা : দানছদকা নয়। তোর ঐ ছোট্ট মুঠ দিয়ে কজনের ক্ষিদে মেটাবি ?

আমিন : তুমি কী চাও ?

আপা : শীতের মধ্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। পেছনে গুণ্ডাপুলিশ। একলা আমার পেছনে নয়। আমার মতো আরো অনেকের পেছনে। ছাপাখানায় গুণ্ডাপুলিশ, রেডিওতে গুণ্ডাপুলিশ— আমাদের কথাকে পর্যন্ত গলাটিপে মেরে ফেলতে চাইছে। তুই সাহায্য করবি কিছু ? দেখ্, তোর আপার হাতটা তুলে ধরে রাখতে রাখতে কী রকম কাঁপছে।

অনেক অনেক টাকা চাই আমাদের। চুরি করে, লুট করে, মিথ্যে কথা বলে, যে করে হোক, যে করে পারিস, দে, এক্ষুণি আমার হাতে দে, দে, দে!

(বার থেকে দরজায় ঠক ঠক শব্দ হয় এবং শান্ত কণ্ঠে বার থেকে বলতে থাকে)

জাহাং : আমি জাহাঙ্গীর। পালাবার কোনো চেষ্টা করো না রাশেদা। কোনো ভয় নেই। আমার সঙ্গে অন্য কেউ নেই। দরজা খুলে দাও।

আমিন : এই রাতে! জাহাঙ্গীব ভাই! কী চাই আপনার ?

জাহাং : (বার থেকে) কথা বলে দেরি করে ফেলছ। দূবের লোকজনও সন্দেহ করে ফেলতে পারে। তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দাও, আমাকে ভেতরে আসতে দাও।

আপা : দরজা খুলে দে আমিন!

(দরজা খুলে দেয়)

(ঘরে প্রবেশ করে জাহাঙ্গীর। মাথায় ফেল্ট হ্যাট, গায়ে মোটা গ্রেট কোট, ভেতরে গরম স্যুট।)

জাহাং : উঃ, কী শীত বাইরে! এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে একেবারে হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লেগে গেছে!

(দরজা বন্ধ করে চেয়ার টেনে বসে)

আপা : এত শীতে ঘর থেকে না বার হলেই হতো।

জাহাং : কাজ, কাজ! জরুরি কাজ, না বেরিয়ে কি উপায় আছে ? লোকজন টেনে বার করে নিয়ে আসে। তারপর কেমন আছ রাশেদা ? শরীর তো তোমার তেমন কিছু খারাপ হয়নি ?

আপা : আমার হাতে সময় খুব কম। যা কিছু বলার তাড়াতাড়ি শেষ করে চলে যান।

জাহাং : (হ্যাট খোলে) আমারও বেশি সময় নেই। যদি কাজ শেষ হয়ে যায় তবে নিঃশব্দে পনের মিনিটের মধ্যেই যে পথে এসেছিলাম সে পথে চলে যাব। তবে কাজের কথা ছেলেপুলের সামনে আমি সাধারণত ওঠাই না। তোমার চ্যালাটিকে ঘরে চলে যেতে বল।

আপা : ও ছেলেমানুষ নয়! আপনার আমার মধ্যে কথা শোনার মতো বয়স পেরিয়ে এসেছে অনেক দিন!

জাহাং : তবুও!

আপা : আমিন তুমি ও ঘরে চলে যাও।

জাহাং : আড়িটাড়ি দিও না যেন।

আমিন : না, দেব না।

(চলে যায়। জাহাঙ্গীর সেদিকে তাকিয়ে থাকে)

আপা : ভয় নেই। ও যখন বলেছে তখন কথার নড়চড় হবে না।

জাহাং : সে আমি জানি। অবশ্য আড়ি পেতেও যে খুব বদমায়েশী করতে পারবে তা নয়। আমি যদি পনের মিনিটের মধ্যে এ ঘর থেকে বেরিয়ে না যাই তাহলে বাইরে যারা লুকিয়ে আছে তারা ধরে নেবে যে তুমি বাড়ির ভেতরেই আছ এবং মুহূর্তের মধ্যে এ বাড়ি এমন ভাবে ঘেরাও করে রাখা হবে যে, একটা মশাও বার হবার পথ খুঁজে পাবে না।

আপা : সময় তাহলে সত্যি খুব কম। তাড়াতাড়ি কথা শেষ করুন।

জাহাং : শান্ত হয়ে শোন। বেশি তাড়াহুড়ো করলে আবার সব কথা বোঝা যাবে না। আর যদি কথাই না বুঝতে পার তা হলে পনের মিনিট কেন পনের দিনেও আমি এখান থেকে চলে যেতে পারব না। একবাব তুমি আমাকে বড় অপমান করেছিলে, ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই।

আপা : না ভুলিনি এবং দেখছি সে শিক্ষায় কোনো ফল হয়নি।

জাহাং : সে কথা থাক। সেটা আলোচনা করতে গেলে আবার দেরি হয়ে যাবে। কথাটা হচ্ছে এই যে, পনের মিনিটের মধ্যেই চুপচাপ আমি এ ঘর ছেড়ে আমার বাড়ির পথে পা বাড়াতে পারি। একটা ইঁদুরও কোনোখানে নড়বে না। তবে সে কেবল একটি মাত্র শর্তে।

আপা : কী শর্তে ?

জাহাং : সেই অপমানের ওজনে কিছু টাকা—এই সামান্য হাজাব কয়েক হলেই চলবে। এই মুহূর্তে হাতে তুলে দাও (হাত বাড়িয়ে দেয়) বেবিয়ে চলে যাই। আমাকে চলে যেতে দেখলে এ বাড়ির আশপাশে অন্যলোক কেউ আর থাকবে না।

আপা : এত টাকা আমি কোথায় পাব ?

(জাহাঙ্গীরের অলক্ষ্যে বোকার মতো ঝাপ্‌সা চোখে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করেছে আমিন। হাতে ভারী কাঁচের একটা বড় পেপার ওয়েট।)

জাহাং : তুমি সত্যি জান না ? আমি বলে দিচ্ছি। আমিনের বালিশের নিচে টাকা রয়েছে। বুবির ঘুম না ভেঙ্গে যায় এমন ভাবে বার করে নেয়া কিছু কষ্টকর নয়।

আপা : কাল সকালে আমিন যখন বাবাকে বলে দেবে তখন ?

জাহাং : সে-কী, টাকার প্যাকেট যে আমি নিচ্ছি আমিন তা জানবে কী করে ? আমিন ঘরে ঢুকলে তাকে বলবে যে টাকা তুমি নিয়েছ। বাবাকে কাল কী বলতে হবে সে তুমি সারারাত ভেবে একটা কিছু বার করে নাও, ওকে শিখিয়ে দিও!

(আপা বোরখাটা আঁকড়ে ধরে)

দেরি করো না। পাঁচ সাত মিনিট মাত্র সময় আছে। দেখছ না (হাত

বাড়িয়ে দেখায়) সেকেন্ডের লাল কাঁটাটা কী রকম লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে!

(বাক্য সম্পূর্ণ হবার আগেই আমিনের হাত শূন্যে লাফিয়ে ওঠে এবং পাথুরে পেপার ওয়েট দিয়ে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করে জাহাঙ্গীরের মাথায় ঠিক মাঝখানে। ক্ষিপ্রহস্তে রাশেদা তার বোরখা দিয়ে জাহাঙ্গীরের মুখ চেপে ধরে। আমিন বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হাতের পেপারওয়েটটাও ধরে রেখেছে।)

আপা : তাড়াতাড়ির কর। তাড়াতাড়ি! দু-তিন মিনিটের বেশি সময় নেই। আমার সঙ্গে ধর ওকে পাশের গুদাম ঘরে টেনে নিয়ে যেতে হবে! সাবধান কোনো শব্দ হয় না যেন!

(দুজনে ধরাধরি করে জাহাঙ্গীরের অচেতন দেহটাকে ঘর থেকে বাব করে নিয়ে যায়। এক মিনিট মঞ্চ খালি। শান্ত ধীর পদক্ষেপে আমিন আবার ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকে চারদিক ভালো করে দেখে। আপার ঝোলা বোরখা, জাহাঙ্গীরের হ্যাট, নিজের বালিশের নিচ থেকে টাকার প্যাকেট নিয়ে আবার চলে যায়। আরো আধমিনিটের স্তব্ধতা।

আকস্মাৎ রাতের স্তব্ধতা বিদীর্ণ পুলিশের তীক্ষ্ণ প্রলম্বিত হুইসিল বেজে ওঠে। কয়েকজন বার থেকে দরজায় জোরে ধাক্কা দেয়। বাড়ির অন্যান্য দিকেও অনেক পদশব্দ শোনা যায়।

বুবি খোকা চম্‌কে জেগে ওঠে, চোখ কচলাতে থাকে। চিৎকার করে। দরজায় জোরে আঘাত পড়তে থাকে। ঘরের ভেতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসে এক যুবক, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, গায়ে গ্রেট কোট, পরণে স্যুট। এসে দরজাটা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে পুলিশ। যুবক ঘরের বাইরে কাকে দেখে এগিয়ে চলে যায়।

অন্য দরজা দিয়েও বাড়িতে পুলিশ ঢুকছে। শব্দ টর্চলাইট। হুংকার চিৎকার। গুদাম ঘরের পাশ থেকে হঠাৎ চিৎকার :

পাকড়ো, পাকড়ো, খবরদার!

দৌড়ে ঘরে ঢোকে ত্রস্তচকিত পলায়নরতা বোরখামণ্ডিত তন্বী। বিপদ নিশ্চিত জেনেও দৌড়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে পেছনের দরজা দিয়ে। পুলিশ ইনসপেক্টর পিস্তলের ঘোড়ায় হাত দিয়ে একবার চিৎকার করে হুসিয়ারী জানায়। পলায়নরতা পরোয়া করে না। একটা গুলির শব্দ। হয়তো পলায়নরতার পায়ে লেগেছে। তালগোল পাকিয়ে বোরখাটা হুড়মুড় খেয়ে পড়ে যায় চৌকাঠের ওপর। আর বোরখাব ভেতর থেকে দূরে ছিটকে পড়ে একটা চশমা, গোল কাঁচের।)

১ম পুলিশ : এ-কী, এ চশমা কার ?

২য় পুলিশ : দেখি, দেখি। একটু আলোর সামনে তুলে ধর দেখি।

৩য় পুলিশ : (বোরখা সরিয়ে) অরে ইয়ে আওরত কাঁহা ?

১ম পুলিশ : বাইরে কে গেল তবে ? জাহাঙ্গীর সাহেব নয় ? এ্যাঁ!

(ছুটে বেরিয়ে যায়)

(বাবা মা চাচা সবাই ততক্ষণে ঘরে প্রবেশ করে অজ্ঞান এবং আহত খোকার বোরখাবৃত দেহ কোলে নিয়ে ঘিরে বসেছে।

সবার পেছনে টলতে টলতে প্রবেশ করে জাহাঙ্গীর। গায়ে শুধু গেঞ্জি, পরণে ঢোলা জাংগীয়া, পা খালি। দুহাতে শক্ত করে নিজের মাথা টিপে ধরে আছে।)

জাহাং : শয়তান দুটো আমার কোট নিয়ে গেছে, হ্যাট নিয়ে গেছে, প্যান্ট নিয়ে গেছে, আমায় নাংগা করে— এ্যাঁ ? (বোরখাবৃতকে দেখে) ধরেছ ? ধরতে পেরেছ ? বেশ, বেশ করেছ।

(তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে বোরখায় ঢাকা আমিনকে চিনতে পেরে চমকে ওঠে। থ' মেরে দাড়িয়ে থাকে।

আমিনের মাথা চাচার কোলে। বাবার মুখে রা নেই। বে-বোরখা মা এক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

পর্দা